

২৩/৭/২০০১

তারিখ : - - - - -
পৃষ্ঠা : - - - - -

দৈনিক

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট

১৫২

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিক একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি।

শ্রীষ্ট সকলের অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০-৮-৯৮ ইং তারিখের শি.ম/শাঃ ১০/বিবিধ ১৫-১৫/৯৬ নং স্মারক সম্বলিত পরিপত্রের আলোকে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নোক্ত নিয়মাদি অনুসরণ করে ২০-০৮-৯৭ তারিখের নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রীতি পরীক্ষার স্থান, শিক্ষকের সংখ্যা, শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রী প্রতি ১ (এক) বর্গমিটার জায়গা ইত্যাদি হিসাবে যে সংখ্যক আসনে ছাত্রী ভর্তি করা যাবে তার সংখ্যা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অগ্রিম ঘোষণা দিতে হবে। শ্রেণীকক্ষে স্থান সংকুলানের অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোটা বা আসন ব্যতীত অন্য কোন কোটা বা আসন সংরক্ষণ করা যাবে না।
ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কালভের নির্ধারিত ফর্মসে আবেদন করতে হবে। ভর্তি ফর্মে পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নামও থাকবে। ভর্তি ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে ভর্তির আবেদন ফর্মের মূল্য বাবদ ১০.০০ (টাকা এবং ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা অর্থও সর্বমোট ৬০.০০ (ষাট) টাকা গ্রহণ করা যাবে। এই ফিস অবশ্যই প্রতিষ্ঠান প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মচারীর সন্মতিক্রমে আদায় করতে হবে। রসিদ ছাড়া কোন ফিস আদায় করা যাবে না।

ভর্তির নীতিমালা :

- (১) ২০০১ সনের এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার সকল বিষয়ে ন্যূনতম 'ডি' গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। এছাড়া ন্যূনতম জিপিএ ১.৫ এবং এক বিষয়ে 'এফ' গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ/উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হতে পারবে। তবে এ ধরনের ছাত্র-ছাত্রী ২০০২ সনে 'এফ' গ্রেডপ্রাপ্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে গ্রেড উন্নয়ন করতে না পারলে ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।
- (২) ১৯৯৮ হতে ২০০০ সন পর্যন্ত এসএসসি/সমমান পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।
- (৩) একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এসএসসি/সমমান পরীক্ষার 'এ' কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফল একত্রে বিবেচনা করে মেধা তালিকা তৈরি করতে হবে।
- (৪) ২০০১ সনের পূর্বে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত বিষয় বা অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ১০% নিতে হবে, যা সর্বোচ্চ ১০০ হবে। ২০০১ সনের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত জিপিএ-কে ২০ (বিশ) গুণ করতে হবে, যা সর্বোচ্চ ১০০ হবে। এক বিষয়ে 'এফ' গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের 'এফ' পাওয়া বিষয় বাস দিয়ে অবশিষ্ট ৭ (সাত) বিষয়ের মোট গ্রেড পর্যায়ে ৭ দিয়ে ভাগ করে গড় নম্বর বের করতে হবে। এই গড় নম্বরের ২০ দ্বারা গুণ করে উপরোক্ত প্রাসঙ্গিক নম্বর নির্ধারণ করতে হবে।
- (৫) লিখিত ভর্তি পরীক্ষার মোট নম্বর হবে ৮০ এবং সময় এক ঘণ্টা। ভর্তি পরীক্ষার নম্বর শাখাওয়ারী নিম্নলিখিতরূপে বন্টন করতে হবে।

বিজ্ঞান শাখা		মানবিক শাখা		ব্যবসায় শিক্ষা শাখা	
বিষয়	নম্বর	বিষয়	নম্বর	বিষয়	নম্বর
বাংলা	১৬	বাংলা	১৬	বাংলা	১৬
ইংরেজী	১৬	ইংরেজী	১৬	ইংরেজী	১৬
পদার্থ	১৬	ইতিহাস	১৬	ব্যবসায় পরিচিতি	১৬
রসায়ন	১৬	ভূগোল	১৬	হিসাববিজ্ঞান	১৬
জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত	১৬	অর্থনীতি/পৌরনীতি	১৬	ব্যবসায় উদ্যোগ/বাণিজ্যিক ভূগোল	১৬

- (৬) এসএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞান শাখা হতে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীতে মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তি হতে পারবে। ভর্তির জন্য বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান বি ৮০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে।
- (৭) এসএসসি/সমমান পরীক্ষার মোট নম্বর ১০০, ভর্তি পরীক্ষার মোট নম্বর ৮০ এবং নৈর্ব্যক্তিক (বিশেষায়িত শিক্ষা) বিষয়ের ২০ নম্বর যোগ করে অবশ্যই মেধা তালিকার ভিত্তিতে ভর্তি করতে হবে। বিশেষায়িত বিষয় ২০ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক বিষয় ও চতুর্থ বিষয়ের গ্রেড পর্যায়ে যোগ করে পাওয়া যাবে।
- (৮) ২০০১ সনের পূর্বে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ১.২৫ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর নির্ধারণ করতে হবে।
- (৯) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসি পাস ছাত্র-ছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আওতাধীন আসবে না।
- (১০) ভর্তি পরীক্ষায় নির্ধারিত ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যক্তিগত সময়সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত ফিস জমা দিয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে।
- (১১) ভর্তির সময় সিলেবাস অনুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক বিষয় হিসাবে শাখাওয়ারী 'ক' ও 'খ' ওজ থেকে নির্ধারিত সংখ্যক বিষয় সঠিকভাবে নির্বাচিত করতে হবে। অন্যথায় একাদশ শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে না।

কোড নম্বরের মাধ্যমে লিখিত ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে। যেদিন ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেদিনই উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।
সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আগাম ঘোষিত মোট আসন সংখ্যার সম-সংখ্যক প্রার্থীর মেধাক্রম অনুসারে একটি তালিকা এবং মোট আসন সংখ্যার অতিরিক্ত ৫০% আসনের জন্য মেধাক্রম অনুসারে একটি অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করতে হবে। প্রার্থীর মোট স্কোরসহ উক্ত তালিকা একই সাথে নোটিশ বোর্ডে দিতে হবে।
মেধাক্রম অনুসারে তৈরি মেধা তালিকা থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার পর আসন শূন্য থাকলে সেসব শূন্য আসনে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে মেধাক্রম অনুসারে ছাত্রী ভর্তি করতে হবে।
মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট (শিক্ষাগত মূল্যায়নপত্র)/নম্বরপত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশংসাপত্র ছাড়া কোন অবস্থাতেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।
ভর্তি ক্লাস শুরু, শাখা/বিষয় পরিবর্তন ও আনুষঙ্গিক বিষয় :

(ক)	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ও ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ	২৮-০৮-২০০১
(খ)	ক্লাস শুরু করার তারিখ	০১-০৯-২০০১
(গ)	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর টটালিস্ট, রেজিস্ট্রেশন ফি জমাদানের ব্যাংক ড্রাফট ও মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশীট বোর্ডে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	০৬-০৯-২০০১
(ঘ)	ছাত্র-ছাত্রী প্রতি ৩৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা বিলম্ব ফিসহ ভর্তি ও ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ	১৩-০৯-২০০১
(ঙ)	বিলম্ব ফিসহ ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর টটালিস্ট, রেজিস্ট্রেশন ফি জমাদানের ব্যাংক ড্রাফট ও মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশীট বোর্ডে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২৭-০৯-২০০১
(চ)	ব্যবহারিক ক্লাস শুরু করার তারিখ	০৭-১০-২০০১
(ছ)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের শাখা/বিষয় পরিবর্তনের শেষ তারিখ	২৭-১০-২০০১
(জ)	শাখা/বিষয় পরিবর্তনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা বোর্ডে প্রেরণের শেষ তারিখ	০১-১০-২০০১
(ঝ)	পূরণকৃত এসআইএফ বোর্ডের কলেজ শাখায় প্রেরণের শেষ তারিখ	১৫-১১-২০০১

ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে নিম্নোক্ত ফি আদায় করতে হবে

(ক) ছাত্র/ছাত্রী প্রতি রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য ফি :

- (১) রেজিস্ট্রেশন ফি ২০.০০
- (২) জীভা ফি ২০.০০
- (৩) রোজার গাইড ফি ১০.০০
- (৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি ৭.০০
- (৫) বাৎসরিক জীভা মঞ্জুরী ফি (প্রতি কলেজ) ... ১০০.০০
- (৬) শাখা/বিষয় পরিবর্তন ফি ২০.০০

(খ) ছাত্র/ছাত্রী প্রতি অন্যান্য অতিরিক্ত ফি (যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) :